



106503 - সান্ত্বনা দানরে বধিবিধান

প্রশ্ন

সান্ত্বনা দয়া বলতে কি বুঝায়? এর পদ্ধতিগুলো ককি? এর সময় কখন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সান্ত্বনা দয়া মানতে: বপিদগ্রস্তকে প্রবোধ দয়া ও বপিদ মোকাবেলায় তার শক্তিসঞ্চার করা।

বপিদগ্রস্ত: প্রত্যকে এমন ব্যক্তি যিনি কোন বপিদে আক্রান্ত; চাই প্রিয়জন হারানো হোক, নকিটাত্মীয়কে হারানো হোক, কথিবা সম্পদ হারানো হোক। মৃতব্যক্তির পরিবার, বন্ধুবান্ধব বা প্রতবিশৌ সকলকে সান্ত্বনা দয়া যায়।

সান্ত্বনা দয়া যায় এমন কছির মাধ্যমে যাতে বপিদগ্রস্তের জন্য প্রবোধ রয়েছে, তার দুঃখের লাঘব রয়েছে। সান্ত্বনা দয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে। যখন তাঁর কোন এক ময়ে তার ছলেরে মৃত্যুর খবর জানিয়ে তাঁকে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি বলছিলেন: তুমি ফিরে গিয়ে তাকে বল: আল্লাহ যা নিয়েছেন তা নয়ার অধিকার তাঁর; আর যা দিয়েছেন তা দয়ার অধিকারও তাঁর। তাঁর কাছে সবকছির নরিদশিট আয়ু রয়েছে। তাকে ধৈর্য ধারণ করা ও সওয়াবপ্রাপ্তির নিয়ত করার নরিদশে দাও। [সহিহ বুখারী (১২০৪)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছে: সান্ত্বনা দয়ার পদ্ধতি কি?

জবাবে তিনি বলেন: “সান্ত্বনা দয়ার সর্বোত্তম ভাষা যে ভাষায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন এক ময়েকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যখন সে তার ছলে বাচ্চা বা ময়ে বাচ্চার মৃত্যুতে তাঁকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি সেই লোককে বললেন: তাকে ধৈর্য ধারণ করা ও সওয়াবের নিয়ত করার নরিদশে দাও। কারণ নশিচয় আল্লাহ যা নিয়েছেন তা নয়ার অধিকার তার এবং যা দিয়েছেন তা দয়ার অধিকারও তাঁর। আর তাঁর কাছে সবকছির একটা নরিদশিট আয়ু রয়েছে।

পক্ষান্তরে, মানুষের মাঝে যে কথাটি ব্যাপক মশহুর হয়ে পড়ছে: **عَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ اللَّهُ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ اللَّهُ لِمَيِّتِكَ** (আল্লাহ আপনাদরে প্রতিদিনকে মহান করুন, আপনাদরে ধৈর্যকে সুন্দর করুন এবং আপনাদরে মৃতব্যক্তিকে ক্ষমা করুন)। এটি কোন এক আলমেরে নরিবাচতি ভাষ্য। তবে সুন্নাতে যা উদ্ধৃত হয়েছে সেটাই উত্তম।” [মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন]



(১৭/৩৩৯)]

দাফনরে পর ও দাফনরে পূর্ববে সান্ত্বনা দয়ো জায়যে। কটে যদি মৃতরে পরবারকে মৃতরে দাফন, গোসল কথিবা জানাযার নামাযরে পূর্ববে সান্ত্বনা দয়ে এতে কোন অসুবিধা নহে, এর মাধ্যমে উদ্দেশ্যে হাছলি হবে। আর যদি দাফনরে পর সান্ত্বনা দয়ে এতেও কোন অসুবিধা নাই।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিলি: সান্ত্বনা দয়ের সময় কখন?

জবাবে তিনি বলেন: “সান্ত্বনা দয়ের সময় মৃতব্যক্তির মৃত্যুর পর কথিবা বপিদটি ঘটার পর থেকে বপিদটি ভুলে যাওয়া পর্যন্ত এবং বপিদগ্রস্তরে মন থেকে মুছে যাওয়া পর্যন্ত; যদি বপিদটি মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন বপিদ হয়। কেননা সান্ত্বনা দ্বারা উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছাজ্ঞাপন বা অভিবাদন নয়। বরং উদ্দেশ্যে হচ্ছে বপিদগ্রস্তকে বপিদটি মোকাবিলায় ও সওয়াবরে নয়িত করার শক্তি যোগানো।”[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৭/২৪০)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।